যায়যায়দিন

তারিখ ... 17 FEB 2009 ... পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২

জাবিতে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপে গোলাগুলি

আহত ৩০ ■ প্রক্টর লাঞ্ছিত ■ শিক্ষক সমিতির আলটিমেটাম

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে গোলাগুলি ও সংঘর্ষ চলাকালের দৃশ্য —যায়যায়দিন

জাবি প্রতিনিধি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের কর্মকাণ্ডে এক মাসের স্থগিতাদেশ শেষ হওয়ার একদিন আগে গতকাল আবারো সংঘর্ষে লিপ্ত হয় ছাত্রলীগের দুই গ্রুপ। দুই দফা সংঘর্ষে কমপক্ষে ২৫ রাউন্ড গুলি ছোড়া হয়। আহত হন ৩০ জন। বিক্ষুব্ধ ছাত্রলীগ কর্মীদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন প্রক্টর। এদিকে হামলার প্রতিবাদে ও প্রক্টরকে লাঞ্ছনার বিচার দাবিতে শিক্ষক সমিতি প্রশাসনকে তিন দিনের আলটিমেটাম দিয়েছে।

গতকাল ১১টার দিকে অয়ন-আজিবুর গ্রুপের কর্মীরা ছাত্রলীগ সভাপতি সোহেল পারভেজ- সেক্রেটারি মাহমুদ

পৃ. ১০ ›› ক ১

জাবিতে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

নাসের জনি গ্রুপের কর্মী নয়নকে মারপিট করে। এরপর সভাপতি- সেক্রেটারি গ্রুপের নেতাকর্মীরা মওলানা ভাসানী হল ও বঙ্গবন্ধু হল আক্রমণ করে। তারা ওই দুই হলের নেতাকর্মীদের ধাওয়া দিয়ে হলের ভেতরে অবরুদ্ধ করে ফেলে। এ সময় উভয় পক্ষ ১০ রাউন্ড গুলি ছোড়ে। সংঘর্ষে ইটের আঘাতে ১০-১২ জন আহত হয়। প্রক্টরিয়াল বডির সদস্য ও পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হলে দুটি গ্রুপই নিজ নিজ হলে সশস্ত্র অবস্থান নেয়।

এরপর দুপুর ৩টার দিকে বটতলা চত্বরে সভাপতি- সেক্রেটারি গ্রুপের কয়েক কর্মীর ওপর অতর্কিতে হামলা চালায় বঙ্গবন্ধু হলের ছাত্রলীগ কর্মীরা।' মাত্র কয়েক মিনিটের হামলায় ঘটনাস্থলে নারকীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়। পিস্তল, চাপাতি, রামদা, কিরিচ, রড, হকিস্টিকের আঘাতে গুরুতর আহত হন কয়েক কর্মী। 'কয়েকজনের হাত ও পায়ের মাংস খুলে পড়ে। সাগর নামের এক নেতার পেটে খুব কাছ থেকে গুলি করা হয়। চত্বর সংলগ্ন ডোবা থেকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করা হয় শুভ ও শোভনকে। পরে বটতলা চত্বরের আশপাশ থেকে অচেতন অবস্থায় আরো কয়েকজনকে উদ্ধার করা হয়। সংঘর্ষে আরো আহতরা হলেন– সাগর, রাইসুল, নিজাম উদ্দিন, রুবেল, সুলতান, জনি, সুমন, রাজীব, রফিক, জিহান, নয়ন ও সজীব। এছাড়া ইটের আঘাতে আরো কমপক্ষে ১৫-১৬ জন মেডিক্যাল সেন্টারে চিকিৎসা নিয়েছেন বলে জানা গেছে। আহতদের মধ্যে ৩-৪ জন ছাড়া বাকি সবাই সভাপতি- সেক্রেটারি গ্রুপের।

এদিকে, প্রথম দফা সংঘর্ষের পর অজ্ঞাত ব্যক্তিরা প্রক্টর অধ্যাপক নাসির উদ্দিনের বাসায় হামলা চালায়। তারা তার বাসার নেমপ্লেট উঠিয়ে ফেলে। দ্বিতীয় দফা সংঘর্ষের পর বিক্ষুব্ধ ছাত্রলীগ কর্মীরা প্রক্টরকে বিএনপিপন্থী সাবেক এক ভিসির দালাল আখ্যায়িত করে তার পদত্যাগ দাবি করে তাকে লাঞ্ছিত করে। এ সময় আরো লাঞ্ছিত হন সহকারী প্রক্টর অধ্যাপক ড. আরজু মিয়া।

এদিকে, গতকাল দুপুরে শিক্ষক সমিতির কার্যকরী পরিষদ প্রক্টরের বাসায় হামলাকারী ও সংঘর্ষে লিপ্ত শিক্ষার্থীদের বিচার দাবি করে প্রশাসনকে তিন দিনের আলটিমেটাম দিয়েছে।

গত বছর ছাত্রদলের হামলায় ছাত্রলীগের সভাপতি সোহেল পারভেজ ও সেক্রেটারি মাহমুদ নাসের জনিসহ নেতাকর্মীরা ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত হন। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর গত মাসে তারা ক্যাম্পাসে ফিরলে ছাত্রলীগের অয়ন ও আজিবুর গ্রুপ বঙ্গবন্ধু হল ও মওলানা ভসানী হলের দখল নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। ওই সময় চারদিনের সংঘর্ষের পর জাবি ছাত্রলীগের কার্যক্রম একমাসের জন্য স্থগিত করে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ। আজ এক মাস পূর্ণ হওয়ার কথা।

সংঘর্ষের ব্যাপারে ছাত্রলীগ সভাপতি সোহেল পারভেজ কমিটি ভেঙে দেয়া ও ক্যাম্পাসকে অস্থিতিশীল করার জন্য পরিকল্পিতভাবে সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটানো হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সেক্রেটারি মাহফুজুল হায়দার চৌধুরী রোটন বলেন, জাবি ছাত্রলীগের কার্যক্রম স্থগিত করা আছে। এ অবস্থায় আমাদের কিছু করার নেই, যা করার করবে প্রশাসন।